সংবাদ

31 MAY 2017

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ...
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

বাল্যবিয়ে বন্ধ করা সাহসী কিশোরীদের গল্প

ফারিহা হোসেন প্রভা

আমাদের দেশের নারীরা ক্রমশ গৃহের চার দেয়ালের বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ তারা সাহসী, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল, হয়ে উঠছে। এটা একটি দেশের উন্নয়ন, অর্জন, সফলতার জন্য সহায়ক এবং অতিব গুরুত্বপূর্ণ। নারীর বর্তমানে পরিবার, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্রে যে অবস্থান তা তাদের নিজেদের নিষ্ঠা, ত্যাগ, কর্মগুণ, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতায় অর্জন। এটা কারো দয়ারদান বা করুণা, ভিক্ষায় পাওয়া অর্জন বা অবস্থান নয়। বরং রাষ্ট্র, সমাজ, সংসারের বহুবিধ বাধা, দেয়াল, প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সংগ্রামে, ত্যাগের ফসল। একইভাবে আজকের এই অবস্থানে আসতে নারীদের পোহাতে হয়েছে বহু কাঠখড়, গঞ্জনা, বঞ্চন। এখনও তাদের টিকে থাকতে প্রতিনিয়ত বৈরী পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রতিকূলতা আর শত বাধা অতিক্রম করেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে। এর মধ্যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানোর আশাব্যঞ্জক, আশাজাগানিয়া কিছু কিছু খবর প্রায়ই পত্রিকা, টেলিভিশনে আসছে। এসব সংগ্রামী অকুতোভয়, সাহসী নারীর পথ ধরেই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নে, লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাবে নারী, এগিয়ে যাবেন বাংলাদেশ– এমন আশার আলো উঁকি দিচ্ছে।

সম্প্রতি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে: বাল্যবিয়ে করতে এসে প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলে আসার খবর পেয়ে বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছেন দুই বর। সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ার আদমদীঘিতে এ ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় খবরটি হচ্ছে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় আইন অমান্য করে বাল্যবিয়ে নিবন্ধনের দায়ে এক কাজিকে দুই মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তৃতীয় খবরটি হচ্ছে বাল্যবিয়ে ঠেকানোর সাহস দেখানোয় ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার ঘাসফুল সংগঠনের সাত সদস্যকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তিনটি খবর মনে সত্যিই আশা জাগিয়েছে। খবরগুলো পড়ে মনে হয়েছে, সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরা সম্মিলিতভাবে, বীরদর্পে, গর্ব করে উচ্চস্বরে বলতে পারব, 'গোটা বাংলাদেশ এখন বাল্যবিয়েমুক্ত'। কী চমৎকার ব্যাপারই না ঘটবে তখন। চতুর্থ খবরটি হচ্ছে: বাংলাদেশের সওগাত নাজবিন খান বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বসের ৩০ তরুণ পথিকৃৎ নারীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক এ খবরগুলোতে নারীমাত্রই, মেয়ে, মা বোন মাত্রই অনুপ্রাণিত হবেন, উৎসাহিত হবেন। একই সঙ্গে এ খবরগুলো আমাদের কাছে বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে, নিরুৎসাহিত করতে আলোকবর্তিকা হিসেবে সাহস জুগাবেন নিঃসন্দেহে। যখন কোনো মেয়েকে বাল্যবিয়ের ফলে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়তে হবে না। সব মেয়ে পড়ালেখা করে নিজ পায়ে দাঁড়াবে। কর্মশক্তিতে যোগ দেবে। অবদান রাখবে পরিবার এবং দেশের উন্নতিতে। ভাবুন তো সেই দিনটির কথা, যখন কোন মেয়েকে আর অল্প বয়সে সন্তানের মা হতে হবে না। জন্ম দেবে না কোনো অপুষ্ট বা অপরিণত শিশুর। পড়বে না তারা স্বাস্থ্যঝুঁকি বা মৃত্যুঝুঁকিতে। যেদিন দেশের কোনো মেয়েকে আর কেউ বোঝা ভাববে না। প্রতিটি মেয়ে হবে মা-বাবার সম্পদ, সমাজ, সংসার, দেশের সম্পদ। এখন যেমন প্রায় সবাই পুত্রসন্তান কামনা করে, কিন্তু তখন কামনা করবে কন্যাসন্তান। বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সবাই যদি রুখে দাঁড়ায়, তাহলে এমন দিন আমরা খুব শিগগির দেখব এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এটা বলা বোধহয় বেশি বলা হবে না যে- দেশের যত বড় বড় সমস্যা রয়েছে, এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাল্যবিয়ে। বাল্যবিয়ের কুফলের কোনো শেষ নেই। এর কারণে মেয়েরা পড়ালেখা থেকে ঝরে পড়ছে। অল্প বয়সে মা হচ্ছে। বয়স কম হওয়ার কারণে তারা সন্তান ঠিকভাবে লালনপালন করতে পারে না। পড়ালেখা না করার কারণে শিশুর যত্ন, পুষ্টি, সংক্রামক ব্যাধি, টিকা দেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে তারা জানে খুবই কম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেক মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়সে তথা বাল্য বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছে, বসতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ জন্য যে, শুধু সংশ্লিষ্ট পরিবার দায়ী তা বা অর্থনৈতিক অবস্থা দায়ী তা নয়। এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, বখাটে চক্রের উৎপাত, ইভটিজিং প্রভৃতি কারণও রয়েছে। মেয়েদের এ অপ্রাপ্ত বয়সে তথা বাল্য বয়সে বিয়ের ফলে তাদের শিশুরা অপুষ্টিসহ নানা রোগব্যাধিতে ভুগে থাকে, একই সঙ্গে তাদের নিজের শরীরেও রক্তশূণ্যতাসহ নানান মেয়েলি রোগ এবং কঠিন কোন রোগেও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পড়ালেখা থেকে ঝরে পড়ার কারণে তারা কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারে না। ফলে পরিবার বা দেশের উন্নতিতে তারা কোনো অবদান রাখতে পারে না

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন গত বছরের অক্টোবর মাসে 'গার্লস অপরচুনিটি ইনডেক্স' প্রকাশ করে। এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১১১তম। এতে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র আফগানিস্তানের অবস্থান বাংলাদেশের নিচে। বাল্যবিয়ের হার, কিশোরী মাতৃত্ব, মাতৃমৃত্যু, পুরুষের তুলনায় সংসদে নারী সাংসদদের সংখ্যা এবং স্কুল শেষ করার হারের ভিত্তিতে এই সূচক নির্ধারণ করা হয়। শিশু সুরক্ষায় বিশ্বব্যাপী নিয়োজিত এই উন্নয়ন সংস্থার মতে, বাংলাদেশের মেয়েদের পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ বাল্যবিয়ে। তবে এখন আমাদের সাহসী অপ্রাপ্ত বয়স্ক, কিশোরী কন্যারা, মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের বাল্যবিয়ে বন্ধ করছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনও আগের তুলনায় অনেক বেশি সজাগ ও তৎপর। কোথাও বাল্যবিয়ের খবর পেলেই ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রায়ই এ ধরনের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এতে দেশের সর্বত্র প্রশাসন যেন স্বোচ্চার, সজাগ হচ্ছে তেনি নতুন নতুনভাবে এভাবে বাল্যবিয়ের প্রস্তুতির খবরে সংশ্লিষ্ট কিশোরী নিজে, তার বান্ধবী, স্কুলের শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে তাদের নিজেদের বাল্যবিয়ে ঠেকাতে এর চেয়ে বড় সাহসের, বুদ্ধিমত্তার, মহৎ কাজ আর কি হতে পারে। এই ছোট ছোট খবর তথা ছোট ছোট খবরগুলোতে মনে আশা জাগছে যে, এ দেশে বাল্যবিয়ে বলে এক সময় এ রকম কোন অভিশপ্ত শব্দ কিশোরী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের জীবনে আসবে না। এ রকম হলে তখন এ দেশের মেয়েদের আর পিছিয়ে থাকতে হবে না। তখন সেভ দ্য চিলড্রেনের গার্লস অপরচুনিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান থাকবে অনেক ওপরের দিকে।

এছাড়া এ যুগের আরেক সাহসী কন্যা শারমিন নিজে তার বাল্যবিয়ে ঠেকিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল। তার সেই আলোড়ন সৃষ্টির পেছনেও ছিল এককভাবে তার ও তার স্কুল বান্ধবীদের সাহসী ভূমিকা। তার সেই সাহসী ভূমিকায় স্মরণ করতে হয়- যুগে যুগে, কালে কালে সমাজে, সংসারে, পাড়া মহল্লা, গ্রামেগঞ্জে, শহরে-বন্দরে, লোকালয়ে, দেশে দেশে সাহসী, উদ্যোমী, কর্মঠ মানুষ জন্মায়। সময়ের প্রয়োজনে, যুগের প্রয়োজনে তারাই সমাজ, সংসার, পরিবার, রাষ্ট্রকে মুক্তির, কল্যাণের, উন্নয়নের পথ দেখান। এদেশে নারী শিক্ষার প্রসারে, নারীদের চার দেয়ালের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে নিরন্তর, নিরলস, নির্মোহভাবে যেসব নারী কাজ করে গেছেন, কাজ করে যাচ্ছেন, অতীতে তারা আমাদের নমস্য, স্মরণীয়-বরণীয়। তবে পরিবারে, সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে এ ধরনের মানুষ খুব একটা বেশি থাকেন না। তারা সংখ্যায় স্বল্প, নগণ্য। কিন্তু তাদের কাজ, কথা, পদক্ষেপ সময়, কাল স্থান, পরিবার, সমাজ সংসার, রাষ্ট্রের গণ্ডি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়, বিশ্ব পরিমণ্ডলে।

এ ধরনের মানুষের কথা আসলেই বলতে হয়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্যসেনের সহযোগী অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, রাজা রামমোহন রায়, কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি সুফিয়া কামাল, পাকিস্তানের কিশোরী মালালা ইউসুফ জাই, নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়ষী বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, বেগম পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম প্রমুখ। তারা সবাই আমাদের নমস্য, ইতিহাসে তাদের আসন চিরস্থায়ী। একই সঙ্গে আমাদের জন্য তাদের আদর্শ, ত্যাগ, অবদান পথপ্রদর্শক হিসেবে যুগ যুগ ধরে আলোকবর্তিকা হিসেবে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, সাহস জোগাবে। ঠিক তেমনি একজন সাহসী কন্যা হিসেবে অবস্থান করে নিয়েছেন দেশের প্রত্যন্ত জেলা ঝালকাঠির শারমিন আক্তার। তিনি তার নিজের বাল্যবিয়ে ঠেকিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছেন। তার সেই সাহসী ভূমিকার জন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে বিশ্বের অন্যতম 'সাহসী নারী'র সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

দেশের সব মায়েদের মনে রাখা দরকার যে, কোন মা-ই যেন এভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে না দেন। বাল্যবিয়ের কুফল, ক্ষতিকর দিকসমূহ নিয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। বাল্যবিয়ে হলে একদিকে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে অকালে অল্প বয়স্ক মেয়ে মা হয়ে অসময়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। আবার অনেক সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী সন্তান জন্মদানের সময় মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে শিশু ও মাতৃমৃত্যু বাড়ে। আবার বেঁচে থাকা অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের জীবনের ঝুঁকিও বাড়ে। এসব বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সরকার নিরন্তর কাজ করছেন। এ জন্য প্রয়োজন দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পাড়ায়-মহল্লায়, হাটে-ঘাটে বাজারে, শহরে, বন্দরে, বস্তিতে, মসজিদে-মন্দিরে, গির্জায়-প্যাগোডায় আলোচনা। সম্মিলিতভাবে এসব করা গেলে জাতি বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাবে। বাঁচবে অসংখ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরীর জীবন, স্বপ্ন প্রভৃতি। তবেই সার্থক হবে নিজ উদ্যোগে বাল্যবিয়ে বন্ধ করে দেয়া এসব কিশোরীর অবদান এবং অনন্য সাধারণ সাহসী ভূমিকা।

[লেখক : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিস্ট]